শ্রমিক কল্যাণ নীতিমালা

Labour Welfare Policy

পলিসি নং (Policy No)	ইস্যু তারিখ (Issue Date)	রিভিশন নং (Revision No)	রিভিশন তারিখ (Revision Date)	সর্বমোট পাতা (Total Page)	অনুমোদনকারী (Approved By)

১। **সূচনাঃ** একটি প্রতিষ্ঠানে কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্ন ধরণের শ্রমিক কর্মচারী কাজ করে। এই সকল শ্রমিক কর্মচারীদের সহিত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক অবশ্যই ভাল ও উন্নত হতে হবে। সম্পর্ক উন্নত না হলে সেই প্রতিষ্ঠান বেশীদূর আগাতে পারেনা। এক্ষেত্রে ..... Group তার অধিনস্থ সকল শিল্প কারখানায় শ্রমিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কনভেনশনের আলোকে শ্রমিকদের জন্য কল্যাণমূলক নীতিমালা গ্রহণের সুপারিশ করে।

২। **উদ্দেশ্যঃ** যে কোন আইন, বিধি বা নিয়মই হোক না কেন তা যদি সঠিকভাবে প্রনয়ণ এবং উহার কার্যকরী প্রয়োগ না হয়, তাহা হলে ঐ বিধি, আইন বা নীতিমালা কখনই শ্রমিক কর্মচারীর কল্যাণ বয়ে আনবেনা। ..... Group কর্তৃপক্ষ তাই শ্রমিক কর্মচারীর সঠিক কল্যাণের বিষয় বিবেচনা করে একটি নীতিমালা প্রনয়ণ করেছেন। এই নীতিমালার প্রধান বিষয় ও তার আলোচনা পর্যায়ক্রমে নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

৩। **খাবার পানিঃ (৫৮ ধারা অনুযায়ী)**

ক। খাবার পানি সকল কর্মীর জন্য অপরিহার্য্য। তাই প্রত্যেক ফ্লোরে খাবার পানির ব্যবস্থা করা আছে।

খ। প্রত্যেক শ্রমিক তার খাবার পানি উক্ত শীতল ট্যাঙ্ক হতে নিজস্ব বোতল ভর্তি করে নিজের কাছে রাখবে এবং প্রয়োজনে পান করবে অথবা পানির ট্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত গ্লাস / মগ দ্বারা পানি পান করবে।

গ। উক্ত খাওয়ার পানি পরীক্ষিত এবং যে কোন রকম রোগ জীবানুমুক্ত।

৪। **স্যনিটারী সুবিধা ঃ (৫৯ ধারা অনুযায়ী)**

কয়েকটি কারণে প্রক্ষালন সুবিধার ব্যবস্থা রাখা গুরুত্বপূর্ণঃ

১. ধূলাময়লা ও নোংরা বস্তু পাকস্থলীতে যেতে পারে, যার কারণে অসুস্থতার বা রোগব্যধির কারণ হয়। এ-সব অনাকাঙ্খিত এবং কর্মীদের নিরুৎসাহিত করে।

২. টয়লেট ব্যবহারের পর পরিচ্ছন্নতার জন্য পানির প্রয়োজন হয়।

৩. মহিলা শ্রমিকদের মাসিক চলার সময় ও ওয়াশিং প্রয়োজন হয়।

৪. ৫৯ ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক ফ্লোরে মহিলা ও পুরুষের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে মহিলা এবং পুরুষ শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত টয়লেটের ব্যবস্থা আছে। প্রতিটি টয়লেটে টাইলস্ লাগানো এবং লো-প্যান বসানো আছে। যা প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় ক্লিনার টয়লেট পরিস্কার করতে বাধ্য। পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা আছে। এর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষণাবেক্ষণে কমপ্লায়েন্স অফিসার ও ওয়েলফেয়ার অফিসার নিয়োজিত রয়েছেন। টয়লেটের ভেতরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা আছে। ক্লিনার দ্বারা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সার্বক্ষণিক রেজিস্টার মেইনটেইন করা হয়। যাহা প্রশাসন প্রধান দ্বারা পরীক্ষিত।

৫. প্রতিটি টয়লেট এলাকায় ওয়াশরুমের ব্যবস্থা আছে। কাজের ফাঁকে ওয়াশরুমে প্রতিটি শ্রমিক নিজ মুখমন্ডল ধুয়ে পরিস্কার করে নিতে পারেন।

৬. ওয়াশ রুমে আয়না, তরল সাবান, হ্যান্ড ড্রায়ার এবং ময়লা রাখার পাত্র আছে।

৫। **জরুরী পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতিঃ** উপযুক্ত প্রতিষেধক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সুতরাং এই সময় জরুরী পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকা অত্যাবশ্যক। জরুরী পরিস্থিতির জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতি ফ্লোরে ফার্ষ্ট এইড বা প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী আছেন। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ৮৯ ধারা অনুযায়ী তারা যে কোন

শ্রমিক আহত হলে, আঘাত পেলে কেটে গেলে বা পুড়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে বাধ্য। তার জন্য প্রতি ফ্লোরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স রয়েছে। যার মধ্যে নিম্নোক্ত সরঞ্জামাদিসমূহ থাকবেঃ

১। এন্টিসেপটিক সলিউশন (স্যাভলন)/শতকরা ২ ভাগ আয়োডিনের এলকোহলিক দ্রবন/রেকটিফাইড স্পিরিট
২। তুলার প্যাকেট
৩। এন্টিসেপটিক অয়েন্ট মেন্ট
৪। বার্ণ ওয়েন্ট ম্যান্ট
৫। জীবাণুমুক্ত ব্যান্ডেজ/ড্রেসিং (সার্জিক্যাল গজ)
৬। রোলার ব্যান্ডেজ
৭। এডহেসিভ প্লাষ্টার/সার্জিক্যাল টেপ (মাইক্রো পোর/লিউকুপ্লাষ্ট)
৮। সার্জিক্যাল গ্লাভস
৯। টেবলেট প্যারাসিটামাল/নাপা।
১০। একজোড়া কাঁচি
১১। ক্লোফেনাক জেল/ নিক্স।
১২। ওর-স্যালাইন
১৩। টর্নিকুয়েট
১৪। ওয়ান টাইম ব্যান্ডেজ (নিউষ্ট্রিপ)
১৫। সেইফটি পিন
১৬। বার্ণ ড্রেসিং
১৭। ত্রিভোজাকৃতি ব্যান্ডেজ
১৮। হাড়ভাঙ্গা ক্ষেত্রে ব্যবহার্য টুকরা (Splint) এর সরবারহ

৬। **চিকিৎসা সুবিধা** ঃ ফ্যাক্টরীতে বর্তমানে ০১ (এক) জন মহিলা ডাক্তার ০১ (এক) জন মেডিক্যাল এসিসটেন্ট কর্তব্যরত আছেন। প্রতিদিন সকাল ৮ টা থেকে ফ্যাক্টরী খোলা থাকা পর্যন্ত সেখানে শ্রমিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। তাছাড়া ডাক্তার ও নার্সগণ শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষন ও সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করে থাকেন।
ফ্যাক্টরীর অদূরে সাভারের তারা মিয়া রোডে অবস্থিত ভার্ক হাসপাতারের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। যদি কোন দুর্ঘটনা বা অসুস্থতা ডাক্তারের চিকিৎসার আওতাভুক্ত না হয় তবে রোগীকে তাৎক্ষনিকভাবে দ্রুত নিজস্ব গাড়ী দিয়ে অথবা গাড়ী ভাড়া করে ভার্ক-এ পাঠানো হয় প্রয়োজনে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল/পঙ্গু হাসপাতাল বা সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। উক্ত রোগীর জন্য কোম্পানী নিজস্ব তহবিল হতে অর্থ খরচ করে থাকে। যাহা একান্ত মানবিক দিক এবং শ্রমিকের কল্যাণ বিবেচনা করেই করা হয়ে থাকে।

৭। **বিশ্রামের জন্য বিরতিঃ** শ্রমিকরা সাধারণতঃ উদ্দীপ্ত ও সতর্কতার সঙ্গে দিনের কাজ শুরু করে। উৎপাদনের মাত্রাও ভাল থাকে। তাই সাধারণ পালায় একঘন্টা বিরতি দেওয়া হয়। যাতে সকল শ্রমিক-কর্মচারী খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম শেষে কর্মক্ষেত্রে ফিরে আবার উদ্যোম গতিতে কাজ শুরু করতে পারে।

৮। **খাবার স্থানঃ** ডার্ড কমপ্লেক্স আবাসিক এলাকার ভিতর হওয়ায় অধিকাংশ শ্রমিক কর্মচারী আশে পাশে নিজস্ব বাসায় দুপুরের খাবার খেয়ে থাকে। মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক শ্রমিক কর্মচারী কারখানার ভেতরে স্থাপিত ডাইনিং রুমে খাবার খেয়ে থাকেন।

৯। **শিশুর জন্য সতন্ত্র কক্ষঃ** বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ৯৪ ধারা অনুযায়ী ডার্ড গ্রুপ-এর ফ্যাক্টরী কমপ্লেক্সে শিশুদের জন্য সতন্ত্র কক্ষ রয়েছে। মায়েরা তাদের শিশুকে এই কক্ষে রেখে কাজে যেতে পারেন। যেখানে একজন পরিচারিকা সার্বক্ষণিকভাবে এই শিশুদের দেখাশুনা করে থাকেন। প্রতি ঘন্টা অন্তর অন্তর তাদের শিশুদের দেখে যেতে এবং দুধপান করাতে পারেন।

১০। **কমপ্লায়েন্স / কল্যাণ কর্মকর্তা ঃ** ডার্ড গ্রুপ শ্রমিকের সার্বিক কল্যাণের কথা বিবেচনা করে কমপ্লায়েন্স ও কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করেছে, যারা নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করে থাকেনঃ

- কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিকদের মধ্যে সহযোগীতামূলক সম্পর্ক রক্ষার জন্য সংযোগ স্থাপন ও আলোচনা অনুষ্ঠান।
- শ্রমিকদের সমষ্টিগত কোন অনুযোগ থাকলে সেগুলো ত্বড়িৎ নিস্পত্তির জন্য কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করেন।

- শ্রমিকদের বক্তব্য উপলব্দি করেন এবং পারস্পরিক মত পার্থক্য দূর করার জন্য কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদেরকে সাহায্য করে থাকেন।
- কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দিলে সে বিষয়ে আপোষ-মিমাংসার জন্য নিজের প্রভাব কাজে লাগান।
- মজুরী ও চাকুরীর শর্তের বিষয়গুলো নিয়ে কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের প্রতিনিধির সাথে আলোচনা করেন।
- শ্রমিক এবং কর্তৃপক্ষ উন্নয়নের জন্য কাজ করেন।
- শ্রমিকদের অধিকতর চিকিৎসা সুবিধার জন্য কারখানার মেডিকেল অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন।
- শ্রমিকদের বিভিন্ন কমিটি ও যুগ্ম উৎপাদন কমিটি, সমবায় সমিতি ও ওয়েলফেয়ার কমিটি গঠনকে উৎসাহিত করেন এবং তাদের কাজ কর্মে তদারক করেন।
- বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যথা ডাইনিং, টয়লেট খাবার পানি ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখেন।
- শ্রমিকদের কাজের ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ও তাদের কল্যাণমুলক বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের শ্রমকল্যাণমুলক বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখেন।
- শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দান এবং তাদের কাজে ও প্রশিক্ষণে উৎসাহিত করেন।

উপসংহার ঃ শ্রমিক কল্যাণ অতি ব্যাপক এক বিষয় যার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ শ্রম ও শিল্প আইন। দেশীয় এই আইন এবং বর্হিঃবিশ্বের যে সকল কোম্পানীর সাথে ডার্ড গ্রুপ এর ব্যবসা স্থাপিত হয়েছে সে অনুযায়ী ILO এর কনভেনশন অনুসারে তারা দিয়েছে Buyer Code of Conduct এবং এই দুই এর সমন্বয়ে আমাদের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী পরিচালনা করার নির্দেশ রয়েছে। এখন আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় এই কল্যাণময়ী প্রতিষ্ঠানকে সুন্দর ও কর্মোপযোগী করে গড়ে তোলাই হবে আমাদের লক্ষ্য। মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ভাষায় "ডার্ড গ্রুপ সর্বদাই সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মচারী এবং শ্রমিকদের কল্যাণের প্রতি মনোযোগী। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই গ্রুপের সবচাইতে জোষ্ঠ্য কর্মকর্তা হিসাবে সবসময়ই অধিনস্থদের পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত সমস্যাদির সমাধান করতে সচেষ্ট থেকেছি। সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী, শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা সময়মত পরিশোধ করা, তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থার মান উন্নত করা, ফ্যাক্টরীতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের শিশু বাচ্চাদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার, সকলের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত, নিরাপদ ও কর্ম পরিবেশ সহায়ক কারখানা স্থাপনা ইত্যাদি কর্মকান্ডে ডার্ড গ্রুপ কখনো পিছপা হয়নি এবং ভবিষ্যতে ও হবে না"।

অনুমোদনক্রমে

ে